দৈনিক বাংলা

তা.খ ১৬।২।৮২
পৃষ্ঠা

খন্দকার আবদুল হামিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

খন্দকার আবদুল হামিদ ১৯১৮ সালের ১লা মার্চ জামালপুর জেলার শেরপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর কলকাতায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি গত ৩৪ বছরে দৈনিক ইত্তেহাদসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'লিডার রাইটার' হয়েছেন। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অধুনালুপ্ত দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদের সম্পাদক হন। এছাড়া ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক 'চাষী' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' প্রকাশ করেন।

জনাব হামিদ সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন।

তিনি পাঁচ বছর রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের প্রধান কথিকা লেখক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও প্রেস কাউন্সিলের সদস্য।

জনাব হামিদ ১৯৫৩ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৫ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত হন, কিন্তু সেই পদে যোগ দেননি।

জনাব হামিদ ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সংসদীয় দলের সচিব ছিলেন।

১৯৫৪ সালে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সরকার ৯২-ক ধারার আওতায় জরুরী শাসন ঘোষণা করলে তিনি নিরাপত্তা বন্দী রূপে কারারুদ্ধ হন।

জনাব হামিদ ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭৬ বৃটেন ও স্কটল্যান্ড সফর করেন। করেন।

জনাব হামিদ ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচনে শেরপুর থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

মন্ত্রিসভায় প্রথম যোগ দেবার আগে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র লিডার রাইটার ও কলামিস্ট ছিলেন এবং 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে জনপ্রিয় 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলাম লিখতেন। এছাড়া তিনি 'মর্দে-মুমিন' নামে দৈনিক আজাদে উপ-সম্পাদকীয় লিখতেন।

জনাব হামিদ ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতীয় সংস্কৃতি সমন্বয় সম্মেলনে বাংলাদেশের এক সদস্য প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি সংসদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান এবং কৃষি ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর চেয়ারম্যান।

জনাব হামিদ ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে যুব উন্নয়ন মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে মন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

তিনি শুক্রবার স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেবার আগে জনাব হামিদ সাংবাদিকতা পেশায় আবার ফিরে এসেছিলেন এবং দৈনিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন ও 'স্পষ্টভাষীর কলাম' নামে উপ-সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন।

তিনি ১৯৭৯ সালে হজ্ব পালন করেন।

জনাব হামিদ বিবাহিত। তিনি এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জনক।